Kumudini Bulletin

May-August 2019

কুমুদিনী বুলেটিন

মে - আগস্ট ২০১৯

যুদ্ধাপরাধের বিচার

রণদা প্রসাদ-ভবানী প্রসাদের অপহরণ ও হত্যার দায়ে ঘাতক রাজাকার মাহবুবুরের মৃত্যুদণ্ডের রায়

War Crimes Trial

Death Sentence for Razakar Mahbub for Abduction and Murder of R P Shaha and Bhabani Prasad Shaha

Mrs Srimati Shaha, daughter-in-law of martyr Ranada Prasad Shaha, expressing her feelings to the media immediately after the War Crimes Tribunal had declared death sentence for Razakar Mahbub.

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহাকে অপহরণ করে হত্যার দায়ে গত ২৭ জুন মির্জাপুরের ঘাতক রাজাকার মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ।

বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের এই আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. আমীর হোসেন ও বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদার । ট্রাইব্যুনালের ৩৮তম এই মামলার রায় ঘোষণার সময় উক্ত মামলার একমাত্র আসামি মাহবুবুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় ।

শহীদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার পুত্রবধূ তথা শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহার স্ত্রী শ্রীমতী সাহা, রণদা প্রসাদ সাহার একমাত্র পৌত্র বর্তমানে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, দৌহিত্র মহাবীর পতিসহ কুমুদিনী পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য রায়ের সময় ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন ।

মাহবুবুরের ফাঁসির রায় ঘোষণার পর মির্জাপুরের সর্বত্র স্বস্তি ফিরে আসে । এর আগে ঘাতক রাজাকার মাহবুবুরের ফাঁসির দাবিতে মির্জাপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পোস্টার পড়েছিল । 'মির্জাপুর

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

On 27 June 2019, the International War Crimes Tribunal – 1 had passed death sentence by hanging on Mahbubur Rahman for the crime of abducting and murdering Philanthropist Ranada Prasad Shaha and his son Bhavani Prasad Shaha.

The three-member International Tribunal led by Justice Mohammad Shahinur Islam included two other members; Justice Mohammad Amir Hossain and Justice Abu Ahmed Jamadar.This was the 38th case of the tribunal and the accused Mahbubur Rahman was present in the dock.

Mrs Srimati Shaha the daughter-in-law of Shaheed Philanthropist Ranada Prasad Shaha, Mr Rajiv Prasad Shaha the only grandson and presently Managing Director of Kumudini Welfare Trust, son of R P Shaha's daughter Mr Mahavir Pati and other family members of Kumudini were present during the verdict of the trial.

See Next Page

উপজেলাবাসী'র নামে প্রচারিত উক্ত পোস্টারে পিস্তল হাতে মাহবুবুরের একটি ছবিও ছাপাও হয়েছিল। এই সম্পর্কে গত ৩ জানুয়ারি দৈনিক কালের কণ্ঠে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

রায় ঘোষণার পরপরই দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম সংবাদটি প্রচার করে। অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলোও সংবাদটি প্রচারে পিছিয়ে থাকেনি।

রায় ঘোষণার পরের দিন ২৮ জুন দেশের সকল জাতীয় দৈনিকে অন্যতম শীর্ষ সংবাদ হিসেবে ফাঁসির মাধ্যমে মাহবুবুরের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খবর প্রচারিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকার শিরোনামগুলো ছিল 'রণদা প্রসাদ হত্যা মামলা : টাঙ্গাইলের রাজাকার মাহবুবুরের ফাঁসি' (ইত্তেফাক), 'মানবতাবিরোধী অপরাধ : ৪৮ বছর পর দানবীর রণদা প্রসাদ হত্যার বিচার পেল পরিবার' (প্রথম আলো), 'আর পি সাহা হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড' (সমকাল), 'মির্জাপুরে গণহত্যা ও রণদা প্রসাদ হত্যা : রাজাকার মাহবুবুরের ফাঁসির রায়' (কালের কণ্ঠ), 'দানবীর রণদা প্রসাদ হত্যায় মাহবুবুর রহমানের ফাঁসি (যুগান্তর), 'Killer sought to eliminate, community : One to die for RP Shaha murder during 71 war' (The Daily Star), 'RP Shaha murder case : Razakar Mahbub sentenced to death' (Dhaka Tribune), 'War Crimes Verdict : Razakar Mahbub to die for killing RP Shaha' (The Independent) ইত্যাদি।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, জামাতে ইসলামের সমর্থক মাহবুবুর রহমান একাত্তরে মির্জাপুর শান্তি কমিটির সভাপতি বৈরাটিয়াপাড়ার রাজাকার একাত্তরে মির্জাপুর শান্তি কমিটির সভাপতি মাওলানা আবদুল ওয়াদুদের ছেলে। মাহবুবুর রহমান ও তার ভাই আবদুল মান্নান সে সময় রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হয়। রাজাকার বাহিনীতে থাকাকালে তারা অবাধে অপহরণ নির্যাতন গণহত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত করে।

রাজাকার কমান্ডার মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে তার সকল মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত শুরু হয় ২০১৬ সালে। এর আগেই মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ও আবদুল মান্নানের মৃত্যু হয়। ২০১৭ সালের ২ নভেম্বর রণদা প্রসাদ সাহা হত্যায় অভিযুক্ত মাহবুবুরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। পরে তাকে গ্রেফতার করে কাশিমপুর কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল, ২৮ মার্চ অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বিচার শুরু হয়। উভয় পক্ষের চূড়ান্ত যুক্তিতর্ক শেষে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয় ২৭ জুন।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদনে মাহবুবুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের তিনটি মারাত্মক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল।

প্রথম অভিযোগটি ছিল: ১৯৭১ সালের ৭ মে মাহবুবুর তার বাবা মওলানা আবদুল ওয়াদুদ, ভাই আবদুল মান্নান, স্থানীয় রাজাকার এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্সে রণদা প্রসাদ সাহার খোঁজে হানা দেয়। সেখানে তাঁকে না পেয়ে কুমুদিনী হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ভারতেশ্বরী হোম্‌সের শিক্ষক ও ছাত্রীদের অপদস্থ করে। তারপর তারা লৌহজং নদীর দক্ষিণ পাড়ে মির্জাপুর ও পার্শ্ববর্তী হিন্দু বসতি এলাকায় হানা দিয়ে নারী পুরুষের ওপর নির্বিচারে নির্যাতন চালায় এবং ৩৩ জন নিরীহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

People of Mirzapur were relieved to hear of the death sentence being passed. Demanding death sentence for Razakar Mahbub people affixed different posters. One of the posters had a picture of Mahbub with a pistol in his hand. Bangla daily *"Kaler Kantho"* of 3rd January 2019 published a news item on this issue.

On the day following the verdict i.e. 28 June all the major daily newspapers of the country published the news. Many of the newspapers' headlines included: " Ranada Prasad Murder Case: Death sentence for Razakar Mahbub", *(Ittefaq)* "Crime Against Humanity: Philanthropist Ranada Prasad Shaha's family gets justice after 48 years", *(ProthomAlo)* "Death for R P Shaha's Murderer", *(Shamaokal)* "Genocide at Mirzapur and Murder of Ranada Prasad Shaha : Razakar Mahbub to be hanged," *(Kaler Kantho)* "Killer sought to eliminate community: One to die for R P Shaha murder during 71 war)", *(Jugantor)* "R P Shaha Murder Case : Razakar Mahbub sentenced to death", (Dhaka Tribune) "Razakar Mahbub to die for killing R P Shaha", (The Independent) etc.

Philanthropist Ranada Prasad Shaha (1896-1971) in his office at Narayanganj from where he was abducted and afterward killed by anti-liberation forces during Liberation War of Bangladesh in 1971.

Allegations in the case reveal that the accused Mahbubur Rahman is the son of Mawlana Abdul Wadud the President of Peace Committee and a supporter of Jammati Islam. Mahbubur Rahman and his brother Abdul Mannan joined the Razakar Forces and committed heinous crimes along with Pakistani army. They were involved in abduction, torture and genocide in Mirzapur and adjoining villages.

In 2016 investigation was started against Razakar Commander Mahbubur Rahman for his involvement in war crimes. Mawlana Wadud and his son Abdul Mannan had already expired. The investigation agency of the tribunal had submitted the final report on 2 November 2017 against accused Mahbubur Rahman for his involvement in the murder of R P Shaha. Later he was arrested and sent to Kashimpur jail near Dhaka. He was formally charged on 11 February 2018 and the trial started on 28 March. After hearing both the parties, the final verdict was announced on 27 June.

Case documents reveal that three serious charges of war crimes were brought against Mahbubur Rahman. The first charge was Mahbub along with his father Mawlana Abdul

See Next Page

দ্বিতীয় অভিযোগটি ছিল: একই তারিখে অর্থাৎ ৭ মে মধ্যরাতে মাহবুবুর নারায়ণগঞ্জ শহরে সিরাজদ্দৌলা রোডের খানপুরস্থ কুমুদিনী কমপ্লেক্সে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২০-২৫ জন সদস্যকে নিয়ে অভিযান চালায়। তারা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহা, পারিবারিক বন্ধু গৌরগোপাল সাহা, কর্মচারী মতলব ও দারোয়ানসহ সাতজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে নির্যাতন করে তাদের হত্যা করে লাশ শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়।

তৃতীয় অভিযোগটি ছিল: গত ১৪ মে ১৯৭১ আরেক অভিযানে মাহবুবুর গং মির্জাপুর থানাধীন হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম আন্ধারা, বাইন হাটি, সরিষাদাইড়, দুর্গাপুর, কাণ্ঠালিয়া ও পুষ্টকামুরি-তে ২২ জন নিরীহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী গ্রামবাসীকে হত্যা করা।

তদন্তকারী কর্মকর্তারা বলেন, 'যারা এই গণহত্যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তাদের পরিবার এবং পরিবারের বাইরের ব্যক্তিরাও আমাদের কাজে সাক্ষ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমরা মনে করি সবক'টি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।' উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সমন্বয়ক ছিলেন আবদুল হান্নান খান এবং সহ-সমন্বয়ক সানাউল হক।

২৮ জুন ২৩৫ পৃষ্ঠার রায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় মির্জাপুর ও নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় আসামির বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের আনা তিনটি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মাহবুবুরকে সর্বোচ্চ সাজা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মাহবুবুরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন।

রায় ঘোষণার সময় আসামি মাহবুবুরকে কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। পরে তাকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

এই রায়ের মধ্য দিয়ে কুমুদিনী পরিবার ৪৮ বছর পর রণদা প্রসাদ সাহা ও ভবানী প্রসাদ সাহা হত্যার বিচার পেল। রায় ঘোষণার পর শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহার স্ত্রী শ্রীমতী সাহা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমাদের দেশের ওপর, আমাদের পরিবারের ওপর এতো অন্যায়, এতো অবিচার হয়েছিল, আজ এই রায়ের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলো। আমরা অত্যাচারের বিচার পেয়েছি, স্বাধীনতার এতো বছর পর হলেও উত্তর পেয়েছে আগামী প্রজন্ম।'

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহার ছেলে রাজীব প্রসাদ সাহা বলেন, 'ঠাকুরদা ও বাবা দেশ ও জাতির জন্য বিশাল ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। এতোদিন নিঃস্ব অবস্থায় ছিলাম। জানতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না যে কী হবে, কোথায় যাব। আজকে এর বিশাল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলো।'

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক (শিক্ষা) প্রতিভা মুৎসুদ্দি বলেন, 'দানবীর রণদা প্রসাদ সাহাসহ মির্জাপুরের গণহত্যার বিচারের রায়ে আমরা খুবই খুশি ও কৃতজ্ঞ। আমরা চাই সব শহীদের খুনিদের বিচার হোক।'

মির্জাপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার অধ্যাপক দুর্লভ বিশ্বাস বলেন, 'এই রায়ে মুক্তিযোদ্ধারা খুবই খুশি'।

মির্জাপুর প্রেস ক্লাবের বর্তমান সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ও সাবেক সভাপতি শামসুল ইসলাম সহিদ বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। তবে ঐ সময়ের পাকিস্তানি দোসরদের বিভীষিকাময় কাহিনী শুনেছি। তারা বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে মির্জাপুরবাসী কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

তারা প্রত্যেকে এই রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানান।

ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ও অ্যাডভোকেট তাপস কান্তি বল। ●

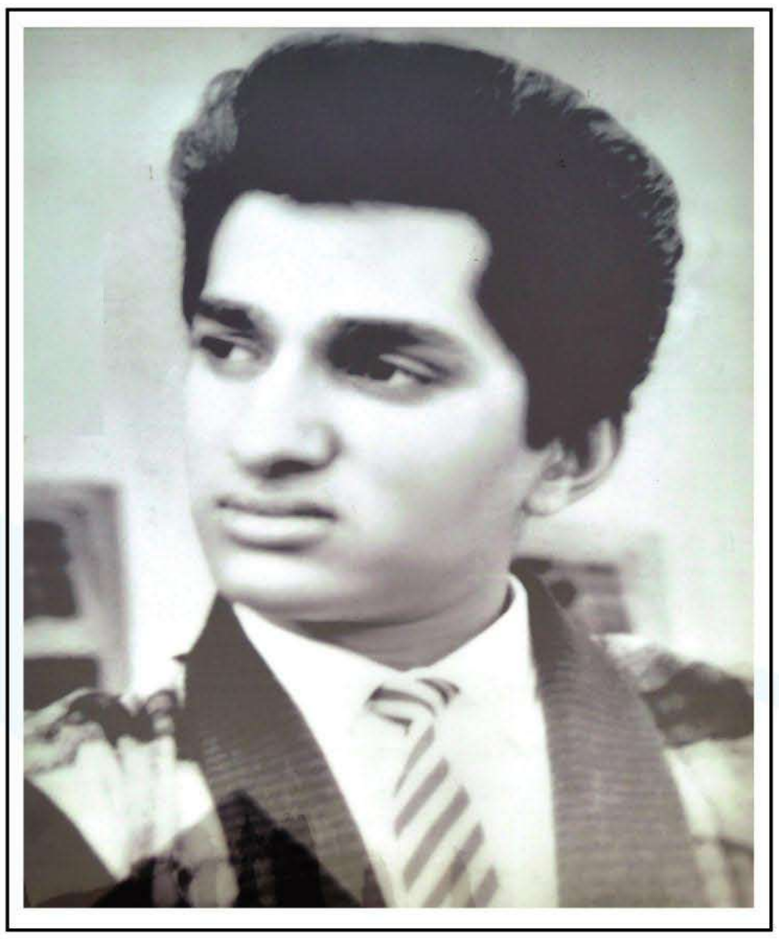

Shaheed Bhabani Prasad Shaha (1944-1971).

Wadud, his brother Abdul Mannan, local *Razakars* and members of the Pakistani forces raided Kumudini Complex in search of Ranada Prasad Shaha. Having not found R P Shaha they humiliated the doctors, nurses, officers and employees of Kumudini Hospital. Later they went to the southern side of the river Lohoganj and burnt down the adjacent villages and killed 33 innocent Hindu villagers.

The second charge was of raiding Kumudini Complex at Narayanganj on the night of 7 May along with 20-25 members of Pakistani forces. They abducted R P Shaha, his son Bhabani Prasad Shaha, family friend Gaur Gopal Saha, employee Matlab, night guard and seven others. They were tortured, killed and their dead bodies thrown into the river Shitalakhya.

The third charge was of raiding the villages with Hindu majority population and killing 22 innocent civilians on 14 May 1971. The investigating officer said, "In addition to those who had witnessed these massacres other people had come forward as witnesses. We believe that all the three charges had been proved beyond any doubt". The coordinator and assistant coordinator of the International Crime Tribunal were Abdul Hannan Khan and Sanaul Haque respectively.

The verdict confirming death sentence by hanging to the accused Mahbubur Rahman was passed on 28 June as all the three charges were proved beyond doubt. This verdict ensured justice to the Kumudini family after a long wait of 48 years. Mrs Srimati Shaha the wife of Bhabani Prasad Shaha as an immediate reaction to the verdict said, "Through this verdict it has been accepted that a lot of injustice had been done to our country and our family".

Rajiv Prasad Shaha the Managing Director of Kumudini Welfare Trust and grandson of R P Shaha said, "Grandfather and my father made a great sacrifice for the country. All those days we were not sure as to what was going to happen. Today we see an end to this".

Ms Protiva Mutsuddy the Director of KWT (Education) said, "We are happy at the verdict in respect of murder of R P Shaha and the villagers of Mirzapur. We want justice for all Shaheeds who had been murdered in 1971". Everybody expects immediate execution of the verdict. In the tribunal the state was represented by Advocate Rana Dasgupta and Advocate Tapash Kanti Bol. ●

Photos Collected From Archives Of KWT

Baby Rajiv, now the Managing Director of Kumudini Welfare Trust, in the lap of his grandfather Ranada Prasad Shaha.

Bhabani Prasad Shaha and his wife Mrs Srimati Shaha with their only son Rajiv.

From this office building of Kumudini Complex, Ranada Prasad Shaha and his son Bhabani Prasad Shaha were abducted.

Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora, Joint Commander of Indian and Bangladeshi Forces during Liberation War of Bangladesh in 1971, with the family members of Shaheed Ranada Prasad Shaha and Shaheed Bhabani Prasad Shaha after liberation.

মামলার ইতিকথা

বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৬ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কোঅর্ডিনেটর এর নিকট সাত জনের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধ করায় কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষে বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক (শিক্ষা) ভাষা সৈনিক প্রতিভা মুৎসুদ্দি। উক্ত সাত ব্যক্তির পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

মোঃ মাহবুবুর রহমান, পিতা-মৃত মাওলানা ওয়াদুদ, গ্রাম: বাইমহাটি, ডাকঘর+থানা: মির্জাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।

আনোয়ার হোসেন (গোপাল), পিতা-মৃত রুস্তম আলী, গ্রাম-সরিষাদাইর/রাজনগর, ডাকঘর-কাষ্ঠালিয়া, থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।

মোঃ আমান উল্লাহ, পিতা-মৃত সুবহান মুন্সী, গ্রাম-বাইমহাটি, ডাকঘর+থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।

মোঃ মিরাজ মিঞা, মাওলানা ওয়াদুদের সহচর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

মোঃ মুন্না, পিত-মৃত বাবু মিয়া, কুমুদিনী কুলি বাগান, ৮৬ নং সিরাজউদ্দৌলা রোড, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

মোঃ সাকিল, পিতা-মৃত হাবিব, কুমুদিনী কুলি বাগান, ৮৬ নং সিরাজউদ্দৌলা রোড, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

আলী রেজা, পিতা-অজ্ঞাত, কুমুদিনী কুলি বাগান, ৮৬ নং সিরাজউদ্দৌলা রোড, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগটি ছিল এই রকম :

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৭ই মে শুক্রবার আনুমানিক বেলা দুইটা-আড়াইটার দিকে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং পাকিস্তানপন্থী বিহারীরা পাকিস্তানি হানাদার দখলদার বাহিনীকে সাথে লইয়া কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তাহার একমাত্র কর্মক্ষম পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহার সন্ধানে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে তাহাদের নিজ বাড়িতে আসিয়া সন্ধান না পাইয়া পরবর্তীতে কুমুদিনী হাসপাতাল এলাকায় আসে এবং উক্ত দুইজনকে খোঁজার নামে তল্লাসী করার কথা বলিয়া হাসপাতাল এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চালাইয়া দারোয়ানসহ অনেককে মারধর করে, নারীদের নিগৃহীত করে।

শুধু হাসপাতাল এলাকায়ই নয়, ঐদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত একটানা মির্জাপুর গ্রাম ঘেরাও করিয়া উল্লিখিত শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা এবং বিহারীরা নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে আনুমানিক ৫৭ জন গ্রামবাসীকে হত্যাপূর্বক গণহত্যা চালায়। আনুমানিক শ' খানেক ঘরবাড়িতে হামলা করিয়া তাহারা ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। অতঃপর অগ্নিসংযোগে তাহা ধ্বংস করিয়া দেয়। মির্জাপুর গ্রাম ও হাসপাতাল এলাকায় দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তাহার একমাত্র কর্মক্ষম পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহাকে না পাইয়া তাহারা মির্জাপুর এলাকায় পাকিস্তানী সেনা সমেত মানবতাবিরোধী যাবতীয় অপরাধ শেষ করিয়া ঐ দুইজন (রণদা প্রসাদ ও ভবানী প্রসাদ)-কে ধরার জন্য রাত আনুমানিক ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জস্থ খানপুর এলাকায় সিরাজউদ্দৌলা রোড এলাকাস্থিত কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের হেড অফিসের লাগোয়া বাসভবনে হামলা চালাইয়া তথায় থাকা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, তাহার একমাত্র কর্মক্ষম পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহা, রণদা প্রসাদ সাহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী গৌর চন্দ্র সাহা, কর্মচারী মতলব ও নিযুক্ত দারোয়ানকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করিয়া নিয়া গিয়া হত্যাপূর্বক লাশ গুম করিয়া ফেলে। শুধু তাহাই নহে, একযোগে নারায়ণগঞ্জস্থ কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এলাকাবাসী সবাইকে আতংকগ্রস্তপূর্বক এলাকা ছাড়া করাইয়া পাকিস্তানি হানাদার দখলদার বাহিনীর সম্পূর্ণ সহায়তায় হামলাকারী ও তাহাদের সহযোগী বিহারী সম্প্রদায়ের লোকজন ট্রাস্ট এলাকায় অনধিকার প্রবেশপূর্বক সম্পত্তি জবর দখল করিয়া থাকিয়া যায়। মির্জাপুর গ্রামের চন্দ্র মোহন সাহা (বর্তমানে মৃত) প্রায় সব সময়ই দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার সাথে অবস্থান করিতেন। নারায়ণগঞ্জস্থ উল্লিখিত ঘটনা চলাকালে তিনি নারায়ণগঞ্জের বাসা হইতে পালাইয়া নিজেকে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেন। ঘটনার দুই দিন পর নারায়ণগঞ্জ হইতে পায়ে হাঁটিয়া মির্জাপুর আসিয়া আমাদের এই খবর দেন।

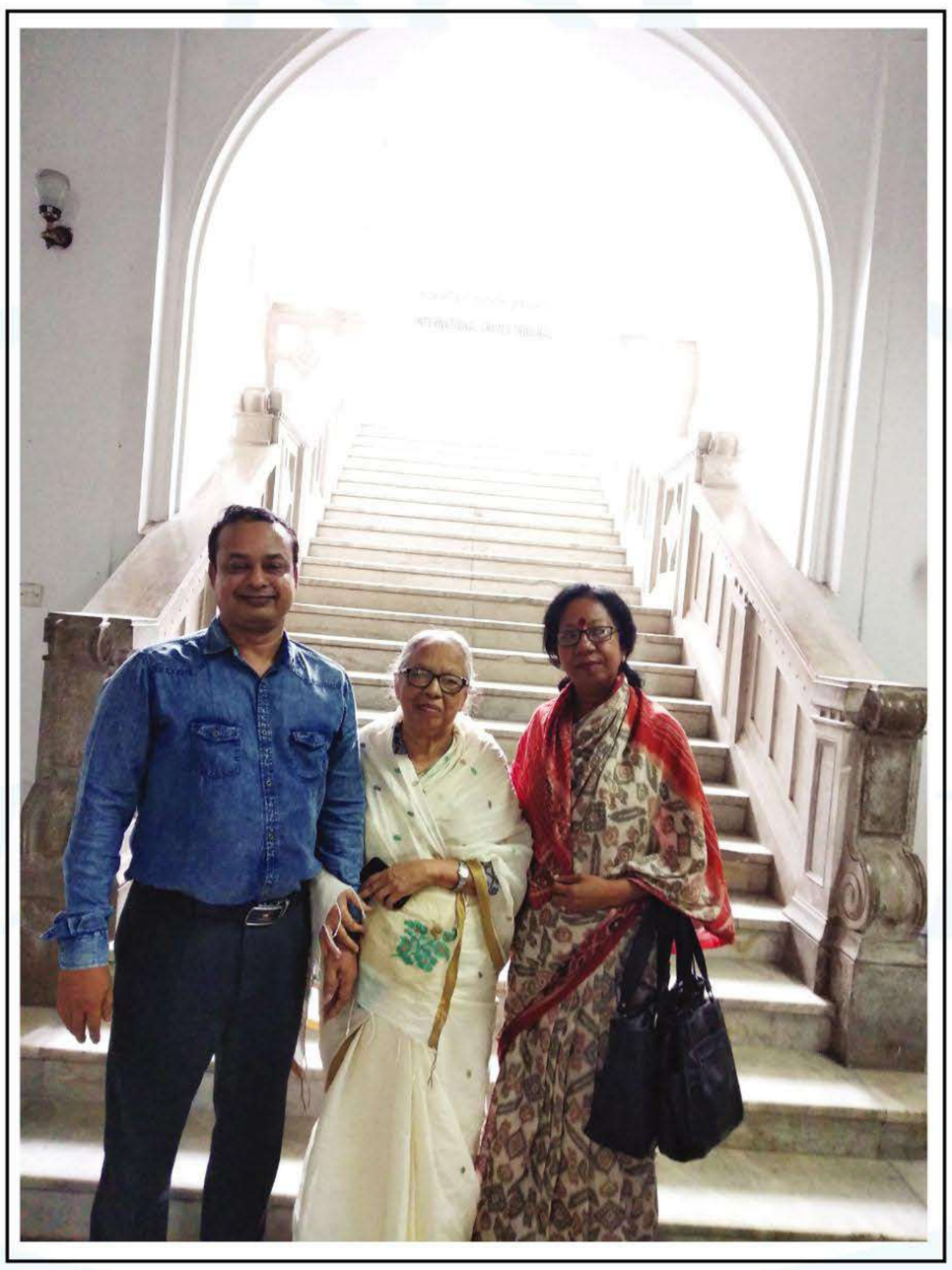

Director (Education) of KWT Ms Protiva Mutsuddy (centre) after lodging the case with International War Crimes Tribunal relating to abduction and murder of Ranada Prasad Shaha and Bhabani Prasad Shaha.

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারিনী, এহেন মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার দায়ে দায়ী ব্যক্তিদের যাবতীয় অপকর্মের যথাযথ তদন্তপূর্বক তাহাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রার্থনা করিয়া আপনার সমীপে অত্র অভিযোগ দায়ের করিলাম।

নিবেদনান্তে

স্বাক্ষরিত

প্রতিভা মুৎসুদ্দি (একুশে পদকপ্রাপ্ত)
পরিচালক
কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বিডি) লিঃ

The 2nd "International Exhibition : MBBS In Bangladesh" was held at Rabindra Bhawan in Agartala, India. The exhibition was held from 6 July to 8 July 2019. Six Medical Colleges including Kumudini Women's Medical College from Bangladesh participated in the exhibition (left). In Kamudini stall some interested Indian students are seen inquiring about study of MBBS course in Bangladesh.

কুমুদিনী মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নতুন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কুমুদিনী মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (কেএমটিআই)-এর কার্যক্রম গত ২৮ আগস্ট শুরু হয়েছে।

কুমুদিনী হাসপাতালের নতুন লাইব্রেরিতে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে নতুন এ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা জানান ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও কুমুদিনী হাসপাতালের প্রোগ্রাম এডভাইজার ডা. এস এম শহীদুল্লাহ। এ সময়ে ইনস্টিটিউটের সচিব সিবিএম প্রোগ্রাম অফিসার তামজিদা পারভীন উপস্থিত ছিলেন।

ডা. এস এম শহীদুল্লাহ জানান, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে বর্তমানে অন্য যেসব শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো হল কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোম্‌স, কুমুদিনী নার্সিং স্কুল ও কলেজ, কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট, রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফট্‌স এবং ট্রেড ট্রেনিং স্কুল।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। এখন তালিকায় যুক্ত হলো কুমুদিনী মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (কেএমটিআই)। কেএমটিআই-এ এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে মতবিনিময় সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

চলতি সেশনেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ডা. শহীদুল্লাহ বলেন, পাঁচটি শাখায় অনুমোদন পেলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে আপাতত ল্যাবরেটরি, ফিজিওথেরাপি ও অপথ্যালমিক এ্যাসিস্টেন্ট এই তিনটি শাখায় প্রতি সেশনে ২০ জন করে মোট ৬০ শিক্ষার্থী ভর্তি করার পরিকল্পনা রয়েছে। ছাত্রীদের জন্য আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। ●

Kumudini Medical Technology Institute Starts Functioning

Kumudini Medical Technology Institute (KMTI) – a new concern of Kumudini Welfare Trust started functioning from 28 August 2019. This will be inaugurated soon.

Principal of the Institute and Programme Adviser of Kumudini Hospitpal, Dr S M Shahidullah informed the media personnel of the start of functioning of KMTI during a press meet at the Kumudini Hospital Library. The Secretary of the Institute and CBM Programme Officer Tamzida Parveeen was also present.

Dr S M Shahidullah informed that the other educational and welfare organizations of KWT which are presently in operation includes Kumudini Hospital, Bharateswari Homes, Kumudini Nursing School & College, Kumudini Women's Medical College and Dental Unit, Ranada Prasad Shaha University, Kumudini Handicrafts and Trade Training School.

Every individual concern of KWT had earned name and fame at home and abroad through its contribution to the society. All expected that KMTI would follow the tradition and contribute equally to the welfare of the society.

Admission at KMTI shall begin from this session. Dr S M Shahidullah said that though we have got approval for commencement of courses in five disciplines, we shall begin with three and those are Laboratory, Physiotherapy and Ophthalmic Assistant branches. We shall admit 20 students in each courses making it 60 in total. There shall be separate residential accommodation for female students. ●

ফিস্টুলা কেয়ার প্লাস প্রজেক্ট

গত ২৭ জুন কুমুদিনী হাসপাতালের উদ্যোগে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল, মধুপুর, ধনবাড়ি ও গোপালপুর উপজেলার কর্মরত ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে VVF, CPT, Prolapse রোগী সনাক্ত করে ঘাটাইল ব্র্যাক অফিসে স্ক্রিনিং ক্যাম্প পরিচালিত হয়। সারাদিন ব্যাপী স্ক্রিনিং ক্যাম্প করে ৩৪ জন রোগী সনাক্ত করা হয়। তারপর হাসপাতালের নিজস্ব পরিবহনে চিকিৎসার জন্য তাদের নিয়ে আসা হয়। কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে এসে বিনা খরচে থাকা, খাওয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অপারেশন ও ঔষধপত্র দিয়ে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। ●

Fistula Care Plus Project

At the initiative of Kumudini Hospital, health employees of BRAC working in the Ghatail, Madhupur, Dhanbari and Gopalpur Upazilas were screened for VVF, CPT, Prolapse through a camp run at Ghatail BRAC office. Screening was done throughout the day and 34 fistula patients were identified. Thereafter they were brought to Kumudini Hospital utilizing hospitals own transport. The patients were provided with free food, accommodation, diagnostic examinations, operation and medicine at Kumudini Hospital. ●

সিবিএম প্রজেক্ট

সিবিএম-এর 'মেইনস্ট্রিমিং ডিজ্যাবিলিটি ইন কুমুদিনী হাসপাতাল ফর এক্সেসেবল ব্রড রেঞ্জ অব আদার হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস' প্রকল্পের আওতায় গত চারমাসে সম্পাদিত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

গত ৬ মে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার বেশ কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে সাইট টেস্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কুমুদিনী হাসপাতালের প্রফেসর ডা. সাহাবউদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান খান। প্রশিক্ষণে ৮টি বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। বিদ্যালয়গুলো হলো : আদাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কামারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাটিয়াচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুচতারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উফুলকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পাকুল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সিবিএম প্রকল্পের আওতায় গত চার মাসে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার সাটিয়াচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাইরাবেতিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গেরামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আলহাজ্ব শফিউদ্দিন মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১০০ ছাত্র-ছাত্রীর সাইট টেস্টিং করানো হয়।

এই সময়কালে যেসব স্থানে আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ ফুলবাড়িয়া, মধুপুর, কোনরা-নাগরপুর, বনবাংলা-মুক্তাগাছা, মসদই, শাহাবাজপুর-জামালপুর, সোনালিয়া-করটিয়া, ঝাওয়াইল, গোপালপুর ও সাইটশেলা -ঘাটাইল। ●

CBM Project

The 4-months long programmes undertaken under the Project "Mainstreaming Disability in Kumudini Hospital for Accessible Broad Range of Other Health Care Services" are as follows:

On 6 May Prof Dr Shahbuddin of Kumudini Hospital conducted training on sight testing for a number of government primary school teachers of Mirzapur Upazila. During this training the Assistant Upazila Education Officer was present. Fifteen teachers from 8 schools took part in the training. Under this project 2100 students from different schools went through sight testing. During the sight testing event a number of eye camps were set up at different locations. ●

Free sight testing of a school boy in an eye camp conducted by Kumudini Hospital.

Blood donation programme at Kumudini Women's Medical College and Hospital on the 44th National Mourning Day.

কুমুদিনী ফার্মার নতুন ওষুধ

গত চার মাসে কুমুদিনী ফার্মা (কেপিএল) নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি দু'টি নতুন ওষুধ বাজারজাত করেছে। নতুন ওষুধগুলোসহ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত কেপিএল-এর মোট ওষুধের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১২টি।

ওষুধ দু'টি হলো : মায়োস্পা ১০ (Myospa 10) ও ইট্রাফান (Itrafun)

মায়োস্পা : জেনেরিক নাম Baclofen BP, প্রতিটি ট্যাবলেট ১০ মি. গ্রা.। এটি প্রধানত স্নায়বিক সমস্যাজনিত পেশীর টান বা খিঁচুনি নিরাময়ে কার্যকর।

ইট্রাফান : জেনেরিক নাম Itraconazole BP, প্রতিটি ক্যাপসুল ১০০ মি. গ্রা. এর। প্রধানত হাত বা পায়ের নখ এবং ক্ষেত্রবিশেষে শরীরের অন্যান্য স্থানের ছত্রাকজনিত সংক্রমণ রোধে ওষুধটি কার্যকর। ●

New Products of Kmudini Pharma

During the last four months Kumudini Pharma Ltd. had marketed two new products manufactured at its own factory. Including the two new products the number of medicines marketed till October 2019 stands at 112.

The two newly marketed medicines are Myospa 10 and Itrafun.

Myospa: Generic name; Baclofen BP, each tablet is of 10 mg. It is generally for treatment of muscle stiffness caused by neurological problem.

Itrafun: Generic name; Itraconazole BP, each capsule is of 10 mg. This is generally for treatment for fungus of nails of hand and feet and at times on other parts of the body. ●

Myospa 10

Itrafun

কুমুদিনী কমপ্লেক্স পরিদর্শনে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার

গত ২৭ জুলাই বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ মির্জাপুরে আর্তমানবতার সেবায় প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। বেলা ১১টার দিকে ভারতীয় হাইকমিশনার তাঁর সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদেরসহ কুমুদিনী কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছালে কুমুদিনী পরিবারের সদস্যরা তাকে শুভেচ্ছা জানান। কমপ্লেক্সের লাইব্রেরি মিলনায়তনে চা-চক্রের পর তিনি কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের জন্য নির্মিতব্য আটতলা হোস্টেল ভবন (ছাত্রী নিবাস-৩)-এর দ্বিতল অংশের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, নির্মিতব্য আটতলা বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস-৩ এর দ্বিতল পর্যন্ত ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে সম্পন্ন হয়েছে।

H. E. Ms Riva Ganguly Das, High Commissioner of India, being received with flower bouquet during her first visit to Mirzapur Kumudini Complex.

এরপর তিনি কুমুদিনী হাসপাতালসহ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন সেবাধর্মী ইউনিট ঘুরে দেখেন। দুপুর একটার দিকে তিনি নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ভারতেশ্বরী হোম্‌সের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ ডিসপ্লে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। পরে মির্জাপুর গ্রামে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার পৈতৃক নিবাস পরিদর্শন করেন রীভা গাঙ্গুলি দাশ।

রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী, দেশপ্রেমিক ও মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর সেবাধর্মী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি কুমুদিনী হাসপাতাল, কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এ্যান্ড কলেজ ও ভারতেশ্বরী হোম্‌সের নিয়ম-শৃঙ্খলা, চিকিৎসাসেবার মান, শিক্ষার পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কুমুদিনীকে আরও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ভারতীয় হাইকমিশনারের পরিদর্শনকালে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বিডি) লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রাজীব প্রসাদ সাহা, ট্রাস্টের তিন পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী সাহা ও শম্পা সাহা, কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. প্রদীপ কুমার রায়, কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. এম এ হালিম, ভারতেশ্বরী হোম্‌সের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অমলেন্দু সাহা, কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার রীনা ক্রুজ, মেট্রন সিস্টার দীপালি পেরেরা, মির্জাপুর থানার ওসি মো. সায়েদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ●

High Commissioner of India Visits Kumudini Complex

The newly appointed High Commissioner of India Ms Riva Ganguly Das visited Kumudini Complex on the 27th of July 2019. The High Commissioner along with her collegues and family members arrived at the Complex at 1100 hrs and were received by the members of Kumudini family. After attending the tea break at the library the High Commissioner inaugurated the newly constructed 8-storied hostel building for girls. Financing of the Ground plus 1-storey of the 8-storied building was done by the Indian Government.

The High Commissioner later on went round the different service providing units within the complex. She enjoyed the drill display and cultural function performed by the students of Bharateswari Homes. Later on she visited the paternal homestead of philanthropist Ranada Prasad Shaha at Mirzapur village.

Ms Riva Ganguly Das said that philanthropist Ranada Prasad Shaha was an unique example of education enthusiast, patriotism and service to humanity. All his service providing institutions are spreading the light of education. She was pleased to note the discipline, standard of service and education provided by Kumudini Hospital, Kumudini Women's Medical College, Kumudini Nursing School & College and Bhareswari Homes. She assured of all support from the Government of India to Kumudini Welfare Trust.

During the visit of the High Commissioner, Managing Director of KWT Mr Rajiv Prasad Shaha, Directors of KWT Ms Protiva Mutsuddy, Mrs Srimati Shaha, Mrs Shampa Shaha, Director Kumudini Hospital Dr P K Roy, Principal of KWMC Prof Dr M A Halim and others were present. ●

মন্ত্রি পরিষদ সচিবের কুমুদিনী হাসপাতাল পরিদর্শন

Cabinet Secretary Visits Kumudini Hospital

Cabinet Secretary Mr Shafiqul Alam with the students, teachers, doctors etc. at Kumudini Complex, Mirzapur.

গত ১৮ আগস্ট মন্ত্রি পরিষদ সচিব শফিউল আলম কুমুদিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের লক্ষ্যে মির্জাপুর আসেন। এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সফর। এসময়ে তিনি কুমুদিনী হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, ভারতেশ্বরী হোম্‌স ও কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজসহ পুরো কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বিশাল কার্যক্রম দেখে তিনি অভিভূত হন।

পরিদর্শন শেষে মি. আলম কুমুদিনী লাইব্রেরিতে এক চা চক্রে যোগ দেন। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মির্জাপুর কমপ্লেক্সের কর্মকর্তাবৃন্দ সে সময় উপস্থিত ছিলেন। ●

On 18th August Cabinet Secretary Mr Shafiul Alam visited different units of Kumudini Welfare Trust located at Kumudini Complex, Mirzapur. This was his private visit. He went round Kumudini Hospital, Bharateswari Homes, Kumudini Women's Medical College and other units. He was pleased to observe the welfare activities of KWT.

On completion of the walk round Mr Alam joined in a tea break at Kumudini Library. He was accompanied by his wife and family members. During his visit officers of Kumudini Complex, Mirzapur were present. ●

যশোমাধবের রথোৎসব

Rathajatra of Joshomadhab Celebrated

গত ৪ জুলাই ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে শ্রীশ্রীযশোমাধব দেব-এর বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়।

উৎসবের সমাপ্তি ঘটে উল্টোরথযাত্রার মাধ্যমে ১২ জুলাই।

প্রতি বছরের মতো এবারও কুমুদিনী পরিবারের সদস্যগণ বিশেষ করে ভারতেশ্বরী হোম্‌সের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রত্যুষে মির্জাপুর হতে ধামরাই যশোমাধব মন্দিরে রথোৎসবের সূচনার দিন উপস্থিত থেকে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেন। সে সময় নাটমন্দিরে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

চারশ' বছরের ঐতিহ্যবাহী এই রথোৎসব উপলক্ষে ধামরাইতে মাসব্যাপী রথমেলা বসে। সূচনা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

On 4 July the annual Rathajatra or Ratha Journey celebration of Sri Sri Joshomadhab commenced at Dhamrai a place not far from Dhaka. The celebration ended with Ultoratha Jatra on 12.

As in the previous years members of Kumudini family including students and teachers of Bharateswari Homes joined in the celebration on the inaugural day. They presented devotional songs. At that time a huge gathering of people took place at the temple.

The 400-years' old traditional Ratha celebration is accompanied by a month long Ratha fair. On the inaugural

See Next Page

Members of Kumudini, particularly from Bharateswari Homes, posing in front of Dhamrai Rath (chariot) on the inaugural day of Rathajatra.

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) জীবন কানাই দাসের সভাপতিত্বে পায়রা উড়িয়ে ও মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীকী রশি টেনে রথযাত্রার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, ঢাকা-২০ এর সাংসদ আলহাজ্ব বেনজীর আহমেদ, সাংসদ আরমা দত্ত, ঢাকা-২০ এর সাবেক সাংসদ এম এ মালেক, মে. জে. (অবঃ) জীবন কানাই দাস, মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাদ্দেস হোসেন, পৌর মেয়র আলহাজ্ব গোলাম কবীর মোল্লা প্রমুখ।

উল্টোরথের মাধ্যমে গত ১২ জুলাই রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হলেও উৎসবের রেশ মাসব্যাপী রথমেলার শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ●

day the chief guest was Education Minister Dr Dipu Moni. The chief guest inaugurated the celebration by pulling the symbolic rope. The programme was presided over by the president of the temple operations committee Maj Gen (Retd) Jiban Kanai Das.

Those who spoke on the occasion included Education Minister Dr Dipu Moni, MP of Dhaka-20 Alhaj Benzair Ahmed, MP Arma Datta, former MP or Dhaka-20 M A Malek, Maj Gen (Retd) Jiban Kanai Das, General Secretary of the Temple Operations Committee and MD KWT Rajiv Prasad Shaha, Upazila Parishod Chairman Mohammad Hossain and Municipal Mayor Alhaj Golam Kabir Mollah.

The Rathajatra celebration ended on 12 July with the pulling of Ultorath but the Ratha fair continued till the end of the month. ●

Rathajatra celebration at Dhamrai : 2019

রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়
আরপিএসইউ

Ranada Prasad Shaha University
RPSU

রণদা প্রসাদ ও ভবানী প্রসাদের অপহরণ দিবস স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

Discussion Meeting on the Abduction Day of Ranada Prasad Shaha and Bhabani Prasad Shaha

Paying tributes to martyrs Ranada Prasad Shaha and his son Bhabani Prasad Shaha on their 49th Abduction Day.

গত ৭ মে ছিল কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহার অপহরণ দিবস।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই দিন মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জের খানপুরস্থ কুমুদিনী কমপ্লেক্স থেকে মির্জাপুরের রাজাকার কমান্ডার মাহবুবুর রহমান, নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় রাজাকার ও হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় তাঁদের অপহরণ করে। অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয় এবং পরে মরদেহ শীতলক্ষ্যায় ফেলে দেয়া হয়। চিরতরে পৃথিবী থেকে সপুত্র হারিয়ে যান মানবদরদী দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা। এই ঘটনায় গত ২৭ জুন যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে মির্জাপুরের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের পুত্র মাহবুবুর রহমানের ফাঁসির রায় হয় যা এখন কার্যকরের অপেক্ষায়।

অপহরণ দিবসটি স্মরণে ঐ দিন রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই দুই শহীদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। পরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মনীন্দ্র কুমার রায়, ইংরেজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. সুশীল কুমার দাস, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সরকার হিরেন প্রমুখ। বক্তারা শ্রোতাদের সামনে অপহরণের ঘটনা তুলে ধরেন এবং মানবকল্যাণে শহীদ রণদা প্রসাদ সাহার অবদানের কথা স্মরণ করেন। ●

7 May is the Abduction Day of the founder of Kumudini Welfare Trust philanthropist Ranada Prasad Shah and his son Bhabani Prasad Shaha.

During our war of liberation they were abducted at midnight on 7 May from Kumudini Complex, Narayanganj by the Pakistan Army and their collaborators which included the Razakar Commander of Mirzapur Mahbubur Rahman. They were tortured to death and their dead bodies were thrown into the Shitalakhya river. We lost them for ever. In this connection the International War Crimes Tribunal on 27 June passed death sentence on Mahbubur Rahman the son of Mirzapur Peace Committee Chairman. Mahbub is awaiting execution.

In remembrance of the Abduction Day floral wreaths were placed at the portraits of the two *Shaheeds*. This was followed by a discussion meeting. Those who participated in the discussion included VC of RPSU Prof Dr Manindra Kumar Roy, Head of the English Department Prof Dr Sushil Kumar Das, Acting Registrar Sarker Hereen and others. The speakers highlighted the events leading to the abduction and their contribution in the welfare of the common people. ●

আরপিএসইউ আন্ত:বিভাগীয় ও আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

গত ১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এ্যান্ড ডিবেট ফর হিউম্যানিটি' এর উদ্যোগে আরপিএসইউ-তে 'আন্ত:বিভাগীয় বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিতর্ক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ওয়ার্কশপ' এর আয়োজন করা হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'সম্প্রীতির জন্য বিতর্ক'। আরপিএসইউ-এর বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৭০ শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন 'ডিবেট ফর হিউম্যানিটি' এর প্রেসিডেন্ট তারেক আজিজ, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মনীন্দ্র কুমার রায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা আবু আলম মো. সহিদ খান।

Inter-varsity Debating Competition.

'বিতর্কের সৈনিক' নামের টিমটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। দলটির সদস্যগণ ছিলেন ফরহাদ সিকদার সোহন, আহমিতুজ্জোহরা, মো. রাসেল ও সাজ্জাদ হোসেন শুভ। রানার-আপ হয়েছে 'রাইজিং স্টার' টিম। এই দলের সদস্যরা হলেন ফারজানা রহমান নিঝুম, মেহেদী হাসান মৃদুল, সুবর্ণা আকবর ও মারুফ-উল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নীলাদ্রি পাইক, মো. জুলহাসউদ্দিন, মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে Debate For Humanity এর আয়োজনে 'সম্প্রীতির নামে বিতর্ক' শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয় আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা। এতে আরপিএসইউসহ ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় ৫ম স্থান অধিকার করে। ●

প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ ২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত 'আরপিএসইউ প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ ২০১৯' এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লাভ করেছে 'Silly Sloggers' এবং রানার-আপ হয়েছে 'Never Back Down'। পক্ষান্তরে, মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লাভ করে 'Fantastic 10' এবং রানার-আপ হয়েছে 'Diva Warriors'.

প্রতিযোগিতা শুরু হয় গত ১৫ জুলাই। তিনদিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পুরুষ টিমের সংখ্যা ছিল ২০টি এবং মহিলা টিমের সংখ্যা ৩টি।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপদেষ্টা, শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ●

RPSU Inter Dept and Inter-Varsity Debate Competition

On 11 May a workshop was arranged by "Foundation for Human and Debate for Humanity" in the seminar hall of RPSU on the occasion of "Inter Dept Debate Championship".

The topic of debate was : "Debate for Harmony". A total of 70 students of RPSU participated in the event. The competition was inaugurated by the President of "Debate for Humanity" Tariq Aziz, VC Prof Dr Manindra Kumar Roy and Adviser of RPSU Mr Abu Alam Md Shahed Khan.

The team named "Soldier of Debate" won the championship. "Rising Star" team was the runners-up. Faculty members of the university were present on the occasion.

On 29 June "Debate for Humanity" arranged another programme "Debate for Harmony" at Bishwasahitya Kendra as an Inter-University debate competition. Students from 12 universities participated. RPSU occupied the 5th place. ●

Premier Cricket League 2019 Held

Men's team "Silly Sloggers" became Champion while "Never Back Down" team became Runners Up at the conclusion of RPSU Premier Cricket League 2019 held on 17 July. In the Ladies section "Fantastic 10" became Champion while "Diva Warriors" became Runners Up.

The 3-day long competition started on 15 July. Twenty men's team and three women's team participated in the competition.

Trophies were distributed among the winners. The prize giving ceremony was attended by the VC, Adviser, teachers and students of RPSU. ●

ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরস্কার

Bishwasahitya Kendra Awards For Students of Bharateswari Homes

Students of Bharateswari Homes receiving Bishwasahitya Kendra Awards from eminent writer Bipradas Barua.

বছর জুড়ে বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ভারতেশ্বরী হোম্‌সের ১৯২ ছাত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরস্কার লাভ করেছে। গত ৩ আগস্ট বিদ্যালয়টির পিপিএম হলে ভারতেশ্বরী হোম্‌স ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যৌথভাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য লেখক বিপ্রদাশ বড়ুয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকৃতিবিদ লেখক মোকারম হোসেন।

সকাল ১০টায় আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি। সে সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের পরিচালক শম্পা সাহা ও হোম্‌সের শিক্ষকবৃন্দ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হোম্‌সের ছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ●

One hundred ninety two students of Bhareswari Homes have won awards from Bishwashahitya Kendra for reading books throughout the year. The award giving ceremony was jointly organized by Bishwashahitya Kendra and Bharateswari Homes at the PPM Hall on 3 August. The chief guest on the occasion was eminent writer Bipradas Barua and writer Mokarram Hossain was the special guest.

The programme was inaugurated by Director KWT Ms Protiva Mutsuddy. At the event Director KWT Mrs Shampa Shaha and teachers of Bharateswari Homes were also present. Students of Bharateswari Homes presented a colourful cultural show. ●

ভারতেশ্বরী হোম্‌সে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণসভা

গত ১০ জুলাই হোম্‌সের ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের পিপিএম হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের তিন দিকপাল ব্যক্তিত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে স্মরণ করে।

ছাত্রীরা কবিদের স্মরণ করে নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র ও নজরুলের দেশাত্মবোধক ও মানবতাবাদী গান এবং সুকান্তের 'রানার' কবিতার নাট্যরূপ।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মির্জাপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুল মালেক। তিনি কবিদের অবদান সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন এবং কবিত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অমলেন্দু সাহা, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ফারহানা মীম ঋতু, একাদশ শ্রেণির ছাত্রী বৃষ্টি সাহা ও মরিয়ম আক্তার মিতু।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হোম্‌সের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র শিক্ষক হেনা সুলতানা। ●

Remembrance Meeting on Rabindra-Nazrul-Sukanta at Bharateswari Homes

On 10 July students of Bharateswari Homes arranged a remembrance meeting at the PPM Hall in honour of the three great contributors of Bangla literature Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam and Sukanta. Students presented dance, songs and recitations. They also presented patriotic songs.

Cultural show in remembrance of Tagore-Nazrul-Sukanta.

The programme was presided over by the Director of KWT Ms Protiva Mutsuddy while Mirzapur Upazila Nirbahi Officer Mr Abdul Malek was the chief guest. The programme was conducted by Senior Teacher of Homes and Head of Cultural Dept Ms Hena Sultana. ●

শোক সংবাদ

ট্রাস্টের জিএম মাহবুব আল নূর এর দেহাবসান

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) মাহবুব আল নূর গত ১৬ মে (পবিত্র রমযান মাসে) দিবাগত রাতে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ছিলেন চিরকুমার।

তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরপরই কুমুদিনীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা সপরিবারে হাসপাতালে তাকে দেখতে যান। কুমুদিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তার মৃত্যু সংবাদে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং অনেকেই তাদের প্রিয় মাহবুব সাহেবকে শেষবারের মতো দেখার জন্য হাসপাতালে ছুটে যান।

প্রয়াত মাহবুব আল নূর-এর বাড়ি ময়মনসিংহ শহরের গুল্‌কিবাড়ি রোডে। তার লাশ ঐ দিন রাতেই সেহেরির পর মরহুমের মগবাজার বাসা থেকে ময়মনসিংহে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন ১৭ মে শুক্রবার শহরের আঞ্জুমান ঈদগাহ্ মসজিদ ময়দানে জুম্মার নামাজ শেষে জানাজার পর তার মরদেহ গুল্‌কিবাড়ি কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে তার মরদেহে কুমুদিনীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

Placing of floral wreath on the coffin of Mahbub Al Nur on behalf of Kumudini.

গত ২২ মে কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের বিপি পতি হলে কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. এম এ হালিমের সভাপতিত্বে মরহুম মাহবুব আল নূর-এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তাগণ তার কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্মৃতিচারণকালে সবাই কুমুদিনীর প্রতি তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি ছাড়াও শোকসভায় যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন প্রতিভা মুৎসুদ্দি, ডা. পি কে রায়, সিস্টার রীনা ক্রুজ, ঢাকা অফিসে প্রয়াতের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ওয়াহিদুজ্জামান।

বর্ণাঢ্য কর্ম অভিজ্ঞতার অধিকারী জনাব মাহবুব ১৯৯৬ সালে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি কুমুদিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে বাংলাদেশ পুলিশ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লি.-এ সেক্রেটারি পদে যোগদান করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি পুনরায় কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে জিএম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ●

সুপ্রিয় চক্রবর্তীর মরদেহ কুমুদিনী হাসপাতালে হস্তান্তর

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও আয়কর আইনজীবী সুপ্রিয় চক্রবর্তীর মরদেহ পরিবারের পক্ষ থেকে তার ইচ্ছানুযায়ী কুমুদিনী হাসপাতাল ও উইমেন্স মেডিকেল কলেজে দান করা হয়েছে।

গত ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় তিনি ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিন রাতেই মরদেহটি তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তিন পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী সাহা ও শম্পা সাহা। আরও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. প্রদীপ কুমার রায়, কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মো. ডা. প্রফেসর আবদুল হালিম, ভারতেশ্বরী হোম্‌সের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। মরদেহটি রাখা হয় কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের পরীক্ষণাগারে।

সুপ্রিয় চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৪৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর সিলেট শহরের লামা বাজারে। শিক্ষকতা দিয়ে তার পেশাগত জীবন শুরু হয়। পরে তিনি আইন পেশায় যুক্ত হন। তিনি সিলেট কর আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি ও তার স্ত্রী মৃত্যুর পর তাদের মরদেহ কুমুদিনী হাসপাতালে দান করার ঘোষণা দেন। ●

Obituary

GM of KWT Mahbub Al Nur Passes Away

General Manager of Kumudini Welfare Trust Mahbub Al Nur passed away on 16 May 2019 while under treatment at Square Hospital in Dhaka. He was 70 years old and a bachelor.

Managing Director of KWT along with his family rushed to the hospital hearing of his passing away. All members of Kumudini were deeply saddened at his demise and a huge number of staff from Kumudini went to the hospital to see him for the last time.

Mahbub Al Nur hailed from Mymensingh and lived his youth at Gulkibari Road in the city. His dead body was taken from his Magbazar residence to his home in Mymensingh. On the following day he was buried at Gulkibari graveyard after Janaza following the Jumma prayers. On behalf of Kumudini floral wreath was placed at his grave.

A condolence meeting was arranged at the B P Pati Hall of Kumudini Women's Medical College on 22 May. The meeting was presided over by the Principal of KWMC Prof Dr M A Halim. In the meeting the speakers talked on his working life, specially his contribution in the development of Kumudini Welfare Trust. Others who spoke on the occasion included Director KWT Ms Protiva Mutsuddy, Sister Rina Cruz and his longtime associate Mr Wahiduzzaman.

Mahbub Al Nur joined KWT in 1996 and worked till 1999. Later he worked as Secretary of Bangladesh Police Cooperative Society till 2004. He again rejoined KWT in 2005 and worked here till his last day as GM KWT. He was an extraordinary personality earning love, affection and respect from whoever he came across. Kumudini family prays for the salvation of his departed soul. ●

Dead body of Supriya Chakraborty Handed Over to Kumudini Hospital

Dead body of eminent cultural personality and Income Tax lawyer Supriya Chakraborty was handed over to Kumudini Hospital by his family.

He died at BARDEM Hospital on 29 July 2019 at the age of 75. On the same night his dead body was handed over to Kumudini Hospital by his wife Advocate Sultana Kamal. During the hand over Directors of KWT Protiva Mutsuddy, Srimati Shaha and Shampa Shaha were present. Also present were Director of Kumudini Hospital Dr P K Roy, Principal KWMC Prof Dr M A Halim, teachers and officers of Bharateswari Homes. The dead body was kept in the laboratory of the medical college.

Supriya Chakraborty was born on 25 December 1944 at Lama Bazar of Sylhet city. He started his professional life through teaching. Later on he got involved in the practice of law. He was the former President of Sylhet Tax Lawyer Association.

Supriya Chakraborty and his wife had on 2 February 2014 declared to donate their dead bodies to Kumudini Hospital. ●

কুমুদিনী হাসপাতাল
চিকিৎসা পরিসংখ্যান
মে-আগস্ট : ২০১৯

টিকাদান কর্মসূচি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
পোলিও	৪৩০	৪৫৬	৪৬৭	৩৮২
টিটি	১৪৮	১৩৩	২৩৭	১৯৫
বিসিজি	১৬৫	১৫৪	১৪৬	১৫২
রুবেলা	১৯৪	২০৪	২৭৬	২২০
প্যান্টাভ্যালেন্ট	৩৯৯	৪৩০	৪৩২	৩৫৩
পিসিভি	৩৯০	৪৩০	৪৩২	৩৫৩
এফ,আই,পি,ভি	৮৩	২২০	২৩৩	১৯৭

হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
ভর্তি	৪৬৮৬	৪৭৮২	৪৬৫২	৪৩৪৪

বহির্বিভাগে মোট রোগী

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
	২৫৮৮৬	২৬০৪৬	২৯১২২	২৯৭৪৫

হাসপাতালে মৃত্যু

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
	৮৭	৯৩	৮৫	৮১

অস্ত্রোপচার সার্জারি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৯৭	৯৫	১২২	৬৭
সেমি মেজর	১৬	২১	৪৭	৯
মাইনর	৩৪৩	৩৭৩	৪৪৪	৩৮৯

অর্থোপেডিক্স

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	২৭	৩১	৩৪	২১
সেমি মেজর	২৫	৩১	২১	২৯
মাইনর	৫২৪	৫৭১	৬৭৪	৫৫৪

নাক, কান, গলা

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৩৪	৩৬	৬২	৪৬
মাইনর	৭২	৫৬	৫৫	৫৭

গাইনি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৪১	৩৪	৭৮	৪৫
সেমি মেজর	৪৮	৫১	৬১	৩৬
মাইনর	৬	৯	১১	৩

অবসটেট্রিক্স

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	২১০	১৬৬	১৯৩	২৩৩
স্বাভাবিক	১৪০	১২৯	১৪৩	১৪৭

চক্ষু

অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
সর্বমোট	১০৫	১৯৯	২৭৪	১৫৮

দন্ত

অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১৬৪	১৭৪	২১৮	১৪৩
মাইনর	৩২	২৬	৩১	২৬

মাইনর অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
বহির্বিভাগ	৬৮৭	৭৯৪	৯০৯	৮১৫

চক্ষু শিবির

ঠিকানা	মাস/তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৫/২০১৯	৩২	৩৬	৬৮
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৫/২০১৯	৩৮	৪৮	৮৬
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৮/৬/২০১৯	৩৪	১৯	৫৩
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৬/২০১৯	৪৮	১০৭	১৫৫
নাগরপুর, টাঙ্গাইল	১৯/৬/২০১৯	২৪	৫০	৭৪
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	২৩/৬/২০১৯	৮১	১১৯	২০০
মসদই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	২৯/৬/২০১৯	৩০	৩১	৬১
শাবাজপুর, টাঙ্গাইল	৩/৭/২০১৯	১০১	১১৮	২১৯
সোনালিয়া, টাঙ্গাইল	৬/৭/২০১৯	২৯	৫৭	৮৬
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৭/২০১৯	১২৬	১২১	২৪৭
ঝাউয়াইল, গোপালপুর	১০/৭/২০১৯	৩১	৩০	৬১
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৭/২০১৯	৪৩	৯৩	১৩৬
নাগরপুর, টাঙ্গাইল	১৭/৭/২০১৯	১৬	২৪	৪০
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল	২০/৭/২০১৯	৩৭	৪০	৭৭
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	২৩/৭/২০১৯	৯২	৭	৯৯
ঝাউয়াইল, গোপালপুর	৫/৮/২০১৯	৯	১০	১৯
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৮/২০১৯	৬৫	৭০	১৩৫
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৭/৮/২০১৯	২৩	২৫	৪৮
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	২৩/৮/২০১৯	১৭	৫৬	৭৩

Kumudini Hospital
Treatment Statistics
May-August : 2019

Vaccination Programme

	May	June	July	August
Polio	430	456	467	382
T.T	148	133	237	195
B.C.G	165	154	146	152
Robela	194	204	276	220
Pantavalent	399	430	432	353
PCV	390	430	432	353
F.I.P.V	83	220	233	197

Patient Admitted in Hospital

	May	June	July	August
Admission	4686	4782	4652	4344

Out Patient

	May	June	July	August
	25886	26046	29122	29745

Patient Death in Hospital

	May	June	July	August
	87	93	85	81

Surgery Operation

	May	June	July	August
Major	97	95	122	67
Semi Major	16	21	47	9
Minor	343	373	444	389

Orthopaedics

	May	June	July	August
Major	27	31	34	21
Semi Major	25	31	21	29
Minor	524	571	674	554

E.N.T.

	May	June	July	August
Major	34	36	62	46
Minor	72	56	55	57

Gynae

	May	June	July	August
Major	41	34	78	45
Semi Major	48	51	61	36
Minor	6	9	11	3

Obstetrics

	May	June	July	August
Major	210	166	193	233
Normal	140	129	143	147

Eye

Eye Operation	May	June	July	August
Total	105	199	274	158

Dental

Operation	May	June	July	August
Major	164	174	218	143
Minor	32	26	31	26

Minor Operation	May	June	July	August
Out Patient	687	794	909	815

Eye Camp

Address	Month/Date	Male	Female	Total
Fulbaria, Mymensingh	7/5/2019	32	36	68
Modhupur, Tangail	15/5/2019	38	48	86
Fulbaria, Mymensingh	8/6/2019	34	19	53
Modhupur, Tangail	15/6/2019	48	107	155
Nagarpur, Tangail	19/6/2019	24	50	74
Muktagacha, Mymensingh	23/6/2019	81	119	200
Masdai, Mirzapur, Tangail	29/6/2019	30	31	61
Shabajpur, Tangail	3/7/2019	101	118	219
Sonalia, Tangail	6/7/2019	29	57	86
Fulbaria, Mymensingh	7/7/2019	126	121	247
Jhaoail, Gopalpur	10/7/2019	31	30	61
Modhupur, Tangail	15/7/2019	43	93	136
Nagarpur, Tangail	17/7/2019	16	24	40
Ghatail, Tangail	20/7/2019	37	40	77
Muktagacha, Mymensingh	23/7/2019	92	7	99
Jhaoail, Gopalpur	5/8/2019	9	10	19
Fulbaria, Mymensingh	7/8/2019	65	70	135
Modhupur, Tangail	17/8/2019	23	25	48
Muktagacha, Mymensingh	23/8/2019	17	56	73

Published by Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd. 86, Sirajuddowla Road, Khanpur, Narayanganj, Bangladesh. Tel: 7633545, 7635030, 7635051, 7635052, Fax: 880-2-7635024
e-mail: kumudini@dandylink.com, kwtdhaka@kumudini.org.bd, website : www.kumudini.org.bd